بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপটে তাঁর মক্কায় প্রবেশ, বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কায় প্রবেশকালীন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, আবু সুফিয়ান ইসলামি সৈন্যবাহিনী দেখে মক্কায় ফেরত যায়। মহানবী (সা.) সবুজ পোশাকধারী বাহিনীর সাথে তাঁর **কাসওয়া** নামক উটে আরোহণ করে আসেন এবং তাঁর সাথে আবু বকর (রা.) এবং উসায়েদ (রা.) ছিলেন। এ সময় তিনি সূরা ফাতহ্ পাঠ করছিলেন। তিনি (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় এতটা বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁর মাথা উটের কুঁজের সাথে লেগে যাচ্ছিল। তিনি কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করে কালো রঙের পতাকা নিয়ে ২০শে রমযান তারিখে সূর্য কিছুটা ওপরে উঠার পর মক্কায় প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি (সা.) বারবার বলছিলেন, اللهم ان العيش عيش الآخر (উচ্চারণ: **আল্লাহুম্মা ইন্নাল আইশা আইশাল আখিরাহ্**) অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! প্রকৃত জীবন হলো পরজীবন।** সেদিন মহানবী (সা.)-এর ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হলো, তিনি (সা.) বাহনে তাঁর পেছনে নিজের মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র পুত্র উসামা বিন যায়েদকে বসিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এ মর্যাদা যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাকে প্রদান করা হয়ে থাকে তা বিনয়রূপে প্রকাশ পায় এবং শয়তানের বড়োত্ব অহংকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দেখো! আমাদের নবী করীম (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবে তাঁর মাথা অবনত রাখেন এবং সেজদাবনত হন যেভাবে তিনি দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদের সময় অবনত রাখতেন এবং সেজদাবনত হতেন, যখন এই মক্কাতেই তাঁর সাথে সব ধরনের বিরোধিতা হতো এবং তাঁকে দুঃখকষ্ট দেয়া হতো।**

মক্কার নিকটে পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি কোথায় অবস্থান করবেন? তিনি (সা.) বলেন, আকীল আমাদের জন্য কোনো জায়গা নির্ধারণ করেছে কী? আসলে তিনি ইতঃপূর্বে সমস্ত জায়গা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি (সা.) বলেন, আমরা **খায়েফ বনু কেনানায়** অবস্থান করব। এটি মক্কার একটি প্রান্তর ছিল, যেখানে কুরাইশরা অঙ্গীকার করেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু হাশেম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিব মহানবী (সা.)-কে আমাদের হাতে তুলে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে কোনো বিয়েশাদী করব না এবং কোনো ক্রয়বিক্রয় করব না। দেখুন! মহানবী (সা.)-এর উক্ত স্থানটি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কতই না চমৎকার ছিল। তিনি সেখানে অবস্থান করার মাধ্যমে যেন কাফিরদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছিলেন তোমরা যেখানে আমাকে চেয়েছিল আজ আমি সেখানে উপস্থিত। কিন্তু আজ তোমাদের সেই শক্তি আছে কী যে, আমাকে তোমাদের যুলুমের শিকারে পরিণত করবে? যেখানে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিল আর চেয়েছিলে, আমাকে যেন তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় হয়; আজ সেই স্থানেই তোমাদেরকে আমার হাতে সোর্পদ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন! সে দিনটি ছিল সোমবার। এ দিনে তিনি (সা.) সওর গুহা থেকে হিজরত করেছিলেন আর সেদিনই আল্লাহ্ তাঁকে মক্কা বিজয় দান করেন।

এখানে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে হানী (রা.) মহানবী (সা.)-কে চাশতের ৮ রাকাত নামায পড়তে দেখেছেন। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, উম্মে হানী (রা.) ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা

করেন নি। কেউ কেউ এটিকে ইশ্‌রাক বা চাশতের নামায বলে মত প্রকাশ করেছেন আবার কেউ কেউ বিজয় উপলক্ষ্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নফল নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবীরাও বীজয় উপলক্ষ্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এভাবে আট রাকাত নামায পড়তেন বলে জানা যায়। আরেকটি বর্ণনা হলো, হয়ত মহানবী (সা.) ব্যস্ততার কারণে সেদিন তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারেন নি, তাই এর পরিবর্তে সকালে ইশরাকের নামায পড়েছিলেন।

যাহোক, এরপর তিনি (সা.) কিছু সময় তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেন। অতঃপর একটি তরবারি হাতে নিয়ে বর্ম পরিধান করে হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে কথা বলতে বলতে কাবাগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি (সা.) লক্ষ্য করেন, মহিলারা ঘোড়াগুলোর মুখে ওড়না দিয়ে আঘাত করে সেগুলোকে পেছনে সরাচ্ছিল। তিনি (সা.) মুচকি হেসে আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হাসসান বিন সাবেত কী পঙ্‌ক্তি রচনা করেছে? তখন তিনি হাসসান বিন সাবেতের পঙ্‌ক্তি পাঠ করে শোনান যার অনুবাদ হলো: **"আমি আমার প্রিয় কন্যাকে হারাতে রাজি আছি যদি তুমি এরূপ সৈন্যবাহিনীকে ধূলি উড়াতে না দেখো যাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো কুদা'। তারা দ্রুতগামী ঘোড়ার লাগামগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং মহিলারা সেগুলোকে নিজেদের ওড়না দিয়ে আঘাত করছে।"** হযরত হাসসান (রা.) এটি পূর্বে রচনা করেছিলেন আর তার প্রতিফলন লোকেরা মক্কাবিজয়ের সময় প্রত্যক্ষ করছিল। কাবাগৃহের চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি ধনুক ছিল আর তিনি তা দ্বারা মূর্তিগুলোর চোখে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন, **وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا অর্থাৎ, আর তুমি বলো! সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।** (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২)

কাবাগৃহের নিকটে পৌঁছে তিনি (সা.) লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন এবং আল্লাহু আকবর বলেন। মুসলমানরাও তখন এমনভাবে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন আর এভাবে গোটা মক্কা **আল্লাহু আকবর** ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে। কাফিররা পাহাড়ের ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। এরপর মহানবী (সা.) বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন আর তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাঁর উটের লাগাম ধরে ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, তিনি যেন কাবাগৃহে অঙ্কিত সকল ছবি মুছে ফেলেন। মহানবী (সা.) ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না সবগুলো ছবি মুছে ফেলা হয়েছিল। অতঃপর তিনি (সা.) মাকামে ইব্রাহীমে এসে দু'রাকাত নফল নামায পড়েন। এরপর যমযম কূপ থেকে পানি আনিয়ে তা পান করেন এবং ওযূ করেন। সাহাবীগণ তখন বরকতের জন্য সেই ওযূর পানি হাতে নিয়ে নিজেদের শরীরে মর্দন করছিলেন। কাফিররা তা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং বলছিল, আমরা এত বড়ো বাদশাহ্‌কে কখনো দেখিও নি আর কখনো শুনিও নি। **হুবল** মূর্তিটি ভাঙার পর হযরত যুবায়ের (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলে, তোমরা উহুদের দিন যে হুবলের বড়োত্ব ঘোষণা করছিলে আজ আমরা তা ভেঙে ফেললাম। আবু সুফিয়ান তখন বলে, এসব কথা বাদ দাও! আজ আমি বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া যদি আর আর কোনো উপাস্য থাকতো তাহলে আজ আমাদের এসব দেখতে হতো না। এরপর তিনি (সা.) কাবাগৃহের এক পাশে বসেন আর সাহাবীগণ (রা.)ও তাঁর সাথে বসে পড়েন।

তিনি (সা.) হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে ডেকে কাবাগৃহের চাবি আনতে বলেন। তিনি তার মায়ের কাছে গিয়ে চাবি নিয়ে আসলে তাকে দরজা খুলতে বলা হয়। দরজা খোলার পর মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ এবং বেলাল বিন রিবাহ্ (রা.)-কে সাথে নিয়ে কাবাগৃহের ভেতরে প্রবেশ করেন। হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। ভেতরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি (সা.) পুনরায় দু'রাকাত নফল নামায পড়েন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কাবিজয়ের পর লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করে বলেন, **নিশ্চয় আল্লাহ্ মক্কাবাসীকে হস্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর রসূল এবং মু'মিনদেরকে বিজয়ী করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য এটি বৈধ ছিল না আর আমার পরেও কারো জন্য এটি বৈধ হবে না অর্থাৎ, মক্কায় কারো জন্য লড়াই বৈধ করা হলে তা কেবল আমার জন্য এবং কিছু সময়ের জন্য করা হয়েছে।** এরপর তিনি (সা.) পবিত্র স্থানের সম্মানের ঘোষণা দেন। ইয়েমেনের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে উক্ত খুতবাটি লিখে দিতে অনুরোধ করলে তিনি (সা.) এক সাহাবীকে তা লিখে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (সা.) কাবাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, **আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি এক; তাঁর কোনো শরীক নাই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং একাকী সকল জাতিকে পরাস্ত করেছেন।**

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **"আজ আমি তাই বলব যা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন আর তা হলো, 'লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওম ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রহিমীন' অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমা করুন আর তিনি ক্ষমাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।"** এই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনে লোকেরা দলে দলে এমনভাবে বের হয়ে আসে যেন তারা কবর থেকে বের হচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এখন বলো, তোমাদের যুলুম অত্যাচারের কী প্রতিশোধ নেওয়া উচিত? তারা বলে, আমরা আপনার কাছ থেকে সেই ব্যবহারই আশা করি যা হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। এভাবে সূরা ইউসুফে ১০ বছর পূর্বে খোদার যেরূপ ইঙ্গিত ছিল ঠিক সেভাবেই তা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়। কাফিররা সবাই মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি (সা.) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন আর এজন্য কাউকে ইসলাম গ্রহণের শর্তও দেননি। তবে, তারা সবাই মহানবী (সা.)-এর অনুপম ক্ষমা ও সুমহান আদর্শ দেখে ইসলাম গ্রহণ করে। হুযূর (আই.) বলেন, আলোচনার এই ধারা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত, পাকিস্তানের সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা লুবনা আহমদ সাহেবা এবং দ্বিতীয়ত, জার্মানির শাফী যুবায়ের সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা নাজ মুন বিবি যুবায়ের সাহেবার। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন, তাদের বিভিন্ন জামা'তী সেবা ও গুণাগুনের উল্লেখ করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)